পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

কাঁচড়াপাড়া(শহর)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

স্মারকসংখ্যাঃ ৩৯/সি.ডি.পি.ও/কেপিএ(ইউ) **তারিখঃ** ২৯.০২.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি (NOTICE)

এত দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কাঁচড়াপাড়া(শহর)সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে নিযুক্তির জন্য কেবলমাত্র কাঁচড়াপাড়া(শহর) সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প এলাকার অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা (কেবলমাত্র মহিলা) এমন প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীদের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত সহায়িকা কোন মতেই সরকারী কর্মী হিসেবে গণ্য হবেন না। অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের সরকার অনুমোদিত হারে প্রতি মাসে সাম্মানিক ভাতাসহ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের চালু সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ মাসিক ২২৫০/- টাকা ও অতিরিক্ত সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ মাসিক ৪০৫০/- টাকা। প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ অনুযায়ী সংরক্ষণ বিন্যাসঃ

ওয়ার্ডের নাম	মোট শূন্যপদ	অসংরক্ষিত	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী A	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী B	শারীরিক প্রতিবন্ধী
ওয়ার্ড নং-৪	১	০	১	০	০	০	০
ওয়ার্ড নং-৮	১	০	১	০	০	০	০
ওয়ার্ড নং-২১	১	১	০	০	০	০	০
ওয়ার্ড নং-২২	১	০	০	১	০	০	০

বিঃদ্রঃ

(১) যদি আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী / ক্যাটেগরি থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে সেই সকল পদে অসংরক্ষিত শ্রেণী থেকে প্রার্থী নেওয়া হবে। আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর/ ক্যাটেগরির প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/ অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আসল / মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। অনুরূপে তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/শারীরিক প্রতিবন্ধী(ন্যূনতম ৪০%) প্রার্থীকে উপযুক্ত দপ্তর/ অফিস কর্তৃক প্রদত্ত আসল /

মূল শংসাপত্র উপযুক্ত সময়ে চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। উপরোক্ত সকল শংসাপত্র/ সার্টিফিকেট প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন,সেইদিন বা তার আগে প্রাপ্ত হতে হবে। তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/শারীরিক প্রতিবন্ধী(ন্যূনতম ৪০%) প্রার্থীকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে জারি(Issued) উপযুক্ত শংসাপত্র সঠিক সময়ে বা চাওয়ামাত্র দাখিল করতে হবে। নিয়োগের পূর্বে তাঁদের শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া হতে পারে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে জারি হওয়া তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B/আর্থিক ভাবে অনগ্রসর শ্রেণী//শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শংসাপত্র এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।

(৩) তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B-সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কলকাতা ব্যতীত বাকি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মহকুমাশাসক কর্তৃক জারি হওয়া শংসাপত্রই একমাত্র গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না। কোলকাতা থেকে জারি হওয়া শংসাপত্রের ক্ষেত্রে জেলাশাসক,দক্ষিণ ২৪-পরগণা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪-পরগণা বা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, কোলকাতা (District Welfare Officer,Kolkata) ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জারি হওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

(৪) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি A/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ক্যাটেগরি B-এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে চাওয়ামাত্র বা যথোপযুক্ত সময়ে তাঁর বাসস্থান এলাকার সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নন-ক্রীমি লেয়ার-এর শংসাপত্র জমা করতে হবে।

(৫) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র-সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল বোর্ড বা পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা হাসপাতালের বা পশ্চিমবঙ্গের কোন মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র জমা করতে হবে।

এক্ষেত্রে West Bengal Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules,1999 প্রযোজ্য হবে। প্রার্থী যেদিন আবেদন করছেন, সেইদিন বা তার আগে জারি হওয়া (Issued) শংসাপত্রই শুধুমাত্র গ্রাহ্য হবে। উক্ত তারিখের পরে কোন শংসাপত্র জারি হলে, তা অগ্রাহ্য করা হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচনা করা হবে(অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

(৬) আর্থিক ভাবে অনাগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীর ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত শংসাপত্র প্রদান করতে হবে। শংসাপত্র অসঙ্গতিপূর্ণ বা ভুয়ো প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচন বাতিল করা হবে।

(৭) প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে নিবন্ধিকরণ (রেজিস্ট্রেশন) এর জন্য পাসওয়ার্ড আসবে। এই পাসওয়ার্ড দুই বারের বেশি রেসেট (Reset) করা যাবে না। সেক্ষেত্রে অন্য মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন করবেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি মোবাইল সচল (Active) রাখতে হবে কারন উক্ত মোবাইল নম্বর এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং এই মোবাইল নম্বরে প্রয়োজনে পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য পাঠানো হতে পারে।

আবশ্যিক শর্তাবলী:

ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং মহিলা হতে হবে।

খ) ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: আবেদনের তারিখকে ভিত্তি করে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে যেকোন স্বীকৃত বোর্ড (Recognized Board) থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ হতে হবে (সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী(A/B),প্রতিবন্ধী, আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রার্থীপদের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হবে না।

গ) বয়স: ০১/০১/২০২৪ তারিখে প্রার্থীকে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সের হতে হবে। তিনি উক্ত ০১/০১/২০২৪ তারিখে কোনমতেই ৩৫ বছরের বেশি বয়সের হতে পারবেন না। অর্থাৎ সকল প্রার্থীর জন্ম তারিখ ০২/০১/১৯৮৯ বা তার পরে এবং ০১/০১/২০০৬ বা তার আগে হতে হবে। এই শর্তাবলী সকল শ্রেনীর প্রার্থীদের যথা- সাধারন,তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি,অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী(A&B),আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী, প্রতিবন্ধী- সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। মাধ্যমিক বা স্বীকৃত সমতুল্য পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন বা

অ্যাডমিট কার্ড বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দশম শ্রেণী পাশ শংসাপত্রে লিখিত বয়সই এক্ষেত্রে সঠিক বয়সের প্রমান হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য কোনরূপ প্রমাণ এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।

ঘ) স্থায়ী বাসস্থান সংক্রান্ত শর্তঃ প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে প্রার্থীকে দেওয়া সংশ্লিষ্ট লোকসভার সদস্য/জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক / অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত, যে কোন সফল নির্বাচিত প্রার্থীকে তার পদে যোগদান করার আগে অবশ্যই তার ভোটার কার্ড (EPIC) পেশ করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই এই সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে অর্থাৎ আবেদনকারিনীকে কাঁচড়াপাড়া(শহর) পৌরসভার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, আবেদনকারিনী যে ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা সেই ওয়ার্ডের মোট শূন্য পদের ভিত্তিতে সেই ওয়ার্ডেই আবেদন করতে পারবে, অন্য কোন ওয়ার্ডে আবেদন করতে পারবেন না।

ঙ) পরীক্ষাঃ সকল আবশ্যিক শর্তপূরণের সাপেক্ষে যোগ্য প্রার্থী তথা আবেদনকারিনীদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০। প্রথমে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ২ ঘন্টার। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। মৌখিক পরীক্ষা ১০ নম্বরের। অনুলিখনের (প্রতিবন্ধীদের জন্য)ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় অনুলিখনের ক্ষেত্রে মোট সময় ২ (দুই) ঘন্টা ৪০ (চল্লিশ) মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

লিখিত পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) স্থানীয় ভাষায় ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা লিখন (অষ্টম শ্রেণী মানের)-১৫ নম্বর

২) পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণী মানের)-২০ নম্বর

৩) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন - ১৫ নম্বর

৪) ইংরাজী (ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান), সরল অনুবাদ (অষ্টম/নবম শ্রেণী মানের)-২০ নম্বর

৫) সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন-২০ নম্বর

ইংরাজী ব্যতীত বাকি সকল প্রশ্ন স্থানীয় ভাষায় হবে। রচনা লিখন স্থানীয় ভাষায় লিখতে হবে। রচনা লিখন ব্যতীত বাকি প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। লিখিত পরীক্ষায় উপরোক্ত (ক) রচনা লিখন, (খ) পাটিগণিত (অষ্টম শ্রেণী মানের), (গ) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ক প্রশ্ন, (ঘ) ইংরাজী (ইংরাজী ভাষায় সরল ও প্রাথমিক জ্ঞান), সরল অনুবাদ (অষ্টম/নবম শ্রেণী মানের) ও (ঙ) সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন-এই পাঁচটি ক্ষেত্রে সর্বমোট ন্যূনতম ৩০ নম্বর না পেলে কোন প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে না। এই শর্তাবলী সকল শ্রেণী যথা- সাধারন,তপশিলী জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী(A/B),আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী, প্রতিবন্ধী-সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে সেই প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রবেশ পত্রের (Admit Card) মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো হবে। প্রবেশ পত্র প্রার্থীকে নিজেকেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোন প্রকার প্রবেশ পত্র (Admit Card) ই-মেল বা ডাকযোগে বা সরাসরি হাতে-হাতে পাঠানো হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী আদেশনামা অনুসারে নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে ১:৫ অনুপাতে (শূন্য পদ সংখ্যা : মৌখিক পরীক্ষায় আহ্বান পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা) মৌখিক পরীক্ষা নিতে পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীতে (সংরক্ষণভিত্তিক) উপযুক্ত সংখ্যায় প্রার্থী কম থাকলে কম সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হতে পারে। একই নম্বর প্রাপ্ত একই শ্রেণীর (সংরক্ষণভিত্তিক) সকল প্রার্থীকেই মৌখিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একই শ্রেণীর দুই বা ততোধিক প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সমান, সেক্ষেত্রে যাঁর বয়স বেশি তাঁকে সরকারী আদেশ অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাবলীঃ সংরক্ষিত পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে শংসাপত্রের আসল দাখিল করতে হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার রসিদ গ্রাহ্য করা হবে না। মৌখিক

পরীক্ষার পূর্বে সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নথি জমা না করা হলে ঐ প্রার্থীকে অসংরক্ষিত পদের জন্য বিবেচিত করা হবে (অন্যান্য যোগ্যতামান সঠিক থাকলে)।

ছ) অবসরকালীন বয়সঃ বর্তমানে সরকারী নির্দেশিকা অনুসারে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে বাধ্যতামূলকভাবে এই স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মজীবনের অবসান ঘটবে।

জ) কর্মক্ষেত্রঃ আবেদনকারিণীকে এই সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীনস্থ যে কোন কেন্দ্রে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঝ) প্রশিক্ষণঃ সমস্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক এবং পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো স্থানে প্রশিক্ষণ হতে পারে। প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকার করলে বা প্রশিক্ষণের সময়ে ন্যূনতম যোগ্যতামান অর্জন না করলে তাঁর নিয়োগ বাতিল হবে।

ঞ) আবেদন সংক্রান্ত শর্তাবলী ও আবেদন পত্র জমা করার সময় সীমাঃ আবেদনকারিণীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা করতে হবে।

ওয়েবসাইটঃ http://64.227.165.145

আবেদন করা শুরুর তারিখঃ ০২/০৩/২০২৪ বেলা ১১টা থেকে

আবেদন করার শেষ তারিখঃ ০২/০৪/২০২৪ রাত্রি ১১ টা

অনলাইন দরখাস্ত করার সময়ে শুধুমাত্র নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র সমূহের স্ক্যান কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবেঃ

১) সাম্প্রতিক সময়ে(আবেদন করার তারিখ থেকে ছয় মাস পূর্বের সময়ের মধ্যে)তোলা প্রার্থী তথা আবেদনকারিণীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি(২৫ কিলোবাইট থেকে ৫০ কিলোবাইট)

২) নীল/কালো কালিতে আবেদনকারিণীর নামের সম্পূর্ণ সই/স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে(১০ কিলোবাইট থেকে ২০ কিলোবাইট)

বিঃদ্রঃ

১)স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে প্রার্থীকে দেওয়া লোকসভার সদস্য/জেলার সভাধিপতি/ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক/ জেলা শাসক / অতিরিক্ত জেলা শাসক/ সংশ্লিষ্ট মহকুমা /সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সচিত্র শংসাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্র দাখিল করার সময়ে স্থায়ী বসবাসের প্রমাণ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার দিনে দাখিল করা প্রমাণ পত্রের আসল(Original)পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এর সঙ্গে ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট নেওয়া প্রবেশপত্র (Admit Card) নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে।

(২)আবেদন পত্র দাখিল(আপলোড)করার সময়ে প্রার্থীকে রঙিন পাসপোর্ট মাপের(সাইজের)ছবি আপলোড করতে হবে। এই ছবি আবেদন দাখিল(আপলোড)করার তারিখ থেকে ৬(ছয়)মাসের বেশি পুরোনো হলে চলবে না। এই ছবির অন্তত ৩(তিন)টি কপি প্রার্থীর নিজস্ব নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে যা পরে চাওয়া হতে পারে। এই পাসপোর্ট মাপের (সাইজের)ছবির পশ্চাতভাগ (Background) সাদা বা সাদাটে হতে হবে। ছবিতে প্রার্থীর মুখ সরাসরি সামনের দিকে থাকতে হবে। প্রার্থীর মুখে কোনপ্রকার ছায়া এসে পরলে চলবে না। ধর্মীয় কারণে আবেদনকারিণীর মাথায় আচ্ছাদন থাকতে পারে,কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর মুখের দুই পাশ-বামদিক ও ডানদিক এবং উপর-নিচ অর্থাৎ চিবুক(থুতনি) থেকে কপালের উপরিভাগ অবধি অংশ আচ্ছাদনমুক্ত ও স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে। চোখে চশমা থাকতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রার্থীর চোখ স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে(যাঁরা চোখে দেখতে পান না,সেইসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত শংসাপত্র থাকলে এই শর্ত শিথিলযোগ্য)। তাছাড়া কালো চশমা,টুপি ইত্যাদি পরে ছবি তুললে না গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) প্রার্থী তথা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নীল বা কালো ডট পেন নিজেকেই আনতে হবে। কালির পেনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।

(৪) যেমন সম্পূর্ণ সই আবেদন করার সময়ে দাখিল অর্থাৎ আপলোড করা হচ্ছে, অনুরূপ সই পরীক্ষার হলে তাঁকে করতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আগত প্রার্থীর সই দাখিল/আপলোড করা সইয়ের সঙ্গে না মিললে বা সই দেখে সন্দেহ হলে সেই প্রার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রের আধিকারিক পরীক্ষায় বসা থেকে বিরত করতে পারবেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

(৫) যে ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আবেদন দাখিল/আপলোড করা হচ্ছে,সেখান থেকেই প্রবেশপত্র(অ্যাডমিট কার্ড) ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট করে নিতে হবে।সেখানেই লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র,সময়, সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, ইত্যাদি সম্পর্কিত সব তথ্য থাকবে।

(৬) আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীকেও সরাসরি আবেদন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ(Employment Exchange)থেকে কোন প্রকার নাম চাওয়া হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে নিম্নলিখিত নথি বা প্রমাণপত্রের আসল দাখিল করতে হবে ও স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি জমা করতে হবেঃ

১) আবেদন দাখিল(আপলোড)করার সময়ে ভোটার কার্ড সম্পর্কিত যে তথ্য জমা করা হয়েছে,তার প্রতিলিপি

২) জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র- মাধ্যমিক বা স্বীকৃত বোর্ডের নিবন্ধিকরণ(রেজিস্ট্রেশন)/পাশ শংসাপত্র/ প্রবেশ পত্র(অ্যাডমিট কার্ড)

৩) জাতিগত শংসাপত্র(প্রযোজ্য হলে)

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র

৫) স্থায়ী বাসিন্দার সচিত্র শংসাপত্র (আসল অর্থাৎ মূল নথি জমা দিতে হবে)

৬) প্রতিবন্ধী শংসাপত্র(প্রযোজ্য হলে)

৭) আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র(প্রযোজ্য হলে)

(ট)প্রতিবন্ধী শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

প্রার্থীকে ন্যূনতম ৪০% অক্ষম হতে হবে। যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব আছে, তাঁরা প্রয়োজনে অনুলেখকের(Scribe)সহায়তা নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র দাখিল করার সময়েই সেই সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে/পোর্টালে আপলোড করতে হবে।আবেদন করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোনভাবেই আর তাঁরা অনুলেখক সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে পারবেন না এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুলেখকের সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন না। তাঁরা নবম শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্রীকে না নিম্নতর যোগ্যতার কোন মহিলাকে অনুলেখক(scribe) হিসেবে নথিভুক্ত করতে পারবেন।পরীক্ষার আগে অনুলেখক সংক্রান্ত হলফনামা নির্দিষ্ট ফর্মে পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা করতে হবে। এই ফর্ম পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আপেন্ডিক্স-১(Apendix-I)সংযুক্ত করা হল। পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের(Medical Superintendent) স্বাক্ষরিত উপরোক্ত আপেন্ডিক্স-১(Apendix-I) পরিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা করতে হবে। অনুলেখকের(Scribe) সাহায্য নেওয়া ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় ২০ মিনিটের জন্য ক্ষতিপূরক (Compensatory)সময় পাবেন। সেক্ষেত্রে এইসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বমোট ৪০(চল্লিশ) মিনিটের ক্ষতিপূরক (Compensatory)সময় পাবেন অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা হবে ২(দুই) ঘন্টা ৪০(চল্লিশ) মিনিটের। কোন একজন প্রার্থী একজনের বেশি অনুলেখকের(Scribe) সহায়তা নিতে পারবেন না।

বিঃ দ্রঃ

- কোন ভুল বা অসঙ্গত তথ্য দিলে বা উপরোক্ত কোন আবশ্যিক শর্ত লঙ্ঘন করলে আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং কারণ দর্শানো হবে না।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনরূপ গাড়ি ভাড়া বা অপর কোন খরচ প্রকল্প কার্যালয় বহন করবে না।
- যদি প্রমাণিত হয় কোন প্রার্থী তাঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেছেন বা অসাধু উপায় অবলম্বন করেছেন, তাহলে কতৃপক্ষ তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করবেন। এ বিষয়ে কোন কারণ দর্শানো হবে না।
- যে কোন বিষয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য হবে। সেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে তার প্রার্থীপদ বাতিল করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কতৃপক্ষই নিতে পারবেন।
- অনলাইনে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে/ পোর্টালে নির্দিষ্টভাবে আবেদন করা ছাড়া কোনভাবেই আবেদন করা যাবে না। সকল তথ্য যথাযথভাবে দাখিল(Upload)করতে হবে অন্যথায় আবেদন বাতিল হতে পারে।

- নিযুক্ত হলে প্রবীণত্ব (Seniority), নিয়োগের শর্ত, বদলি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- বিজ্ঞপ্তির বা ওয়েবসাইটের(পোর্টালের) লিখিত তথ্য খুঁটিয়ে পড়ে তবেই আবেদন করবেন অন্যথায় আবেদনপত্রে ভুল থাকতে পারে। ভুল আবেদনপত্র বাতিল হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।

27/02/24

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কাঁচরাপাড়া (শহর) সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

স্মারক সংখ্যাঃ ৩৯/১(২৬)/সি.ডি.পি.ও/কে.পি.এ(শহর) তারিখঃ ২৭.০২.২০২৪

জ্ঞাতার্থে ও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধসহ প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলঃ

১) মাননীয়া অধিকর্তা, সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা অধিকার, (Director of ICDS), পশ্চিমবঙ্গ, শৈশালি ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

২) মাননীয়া অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretory), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১

৩) মাননীয় জেলা শাসক ও সভাপতি, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৪) মাননীয় শ্রী নারায়ণ গোস্বামী ও সহ-সভাপতি, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৫) মাননীয় পার্থ ভৌমিক ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৬) মাননীয় মহকুমা শাসক, ব্যারাকপুর (সদর) ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৭) মাননীয় জেলা প্রকল্প আধিকারিক (আই.সি.ডি.এস.) ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৮) মাননীয় সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ব্যারাকপুর মহকুমা ও সদস্য, ডি.এল.এস.এম.সি, উত্তর ২৪ পরগনা

৯) মাননীয় পৌরপ্রধান কাঁচড়াপাড়া পৌরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা

১০) মাননীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), বীজপুর সার্কেল, উত্তর ২৪ পরগনা

১১) মাননীয় পোস্ট মাস্টার, কাঁচড়াপাড়া ডাকঘর, উত্তর ২৪ পরগনা

১২-১৫) মাননীয় পৌর প্রতিনিধি ____________ওয়ার্ড কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

১৬) কার্য্যালয়ের প্রতিলিপি

27/02/24

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কাঁচরাপাড়া (শহর) সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

CERTIFICATE REGARDING PHYSICAL LIMITATION IN AN EXAMINEE TO WRITE

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs______________________________(name of the candidate with disability), a person with ______________________________(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o______________________________a resident of______________________________ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability

(e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).